সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

# সুন্নাতে ভরা বয়ান

22-December-2016

## হুযুর পুরনূর ﷺ এর উত্তম চরিত্রের ঝলক

(Bangla)

# হুযুর পুরনূর ﷺ এর উত্তম চরিত্রের ঝলক

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম। )

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**হুযুরে আকরাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত মূলক ইরশাদ হচ্ছে: "যে (ব্যক্তি) আমার প্রতি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদে পাক পাঠ করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত লাভ হবে।"

**(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, কিতাবিল নাওয়াফিল, ১/৩১২, হাদীস নং- ৯৯১)**

**শাফায়াত কারে হাশর মে জু রযা কি, সিওয়া তেরে কিস কো ইয়ে কুদরত মিলি হে।**

**(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

**(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)**

## দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَی الله! , صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!, اُذْکُرُوا الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিশ্চয় একজন মুসলমানের জন্য তার প্রতিটি অবস্থায় **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চরিত্র একটি উত্তম নমুনা স্বরূপ, যা উত্তমরূপে নিজের মাঝে প্রতিফলিত করেই প্রত্যেক মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করতে পারে। সুতরাং আজকে আমরা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র মোবারক জীবনী থেকে সেই উত্তম চরিত্র সম্পর্কে শ্রবণ করবো, যার মহত্ব ও মহানত্ব **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে করীমের ২৯তম পারার সূরা কলম এর ৪ নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেন:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیْمٍ ﴿۴﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদাময়।

**(পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ৪)**

আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আগমণের উদ্দেশ্য এবং উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ আমাকে চরিত্রের সৌন্দর্য্য এবং গুনাবলীকে পরিপূর্ণ করার জন্যই পাঠানো হয়েছে।" **(মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, কিতাব হুসনে আখলাক, ২/৪০৪, হাদীস নং- ১৭২৩)**

তেরে খুলক কো হক নে আযীম কাহা তেরী খিলক কো হক নে জামীল কিয়া,
কোয়ী তুঝ সা হুয়া হে না হোগা শাহা! তেরে খালিকে হুসন আদা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

**চরন দু'টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার মোবারক অভ্যাস ও আচার আচরণকে কোরআনে করীমে মহান বলেছেন এবং আপনার প্রকাশ্য অবয়বকেও অত্যন্ত সৌন্দর্য্যতা দিয়েছেন, আপনার সৌন্দর্য্য ও প্রিয় আচরণকে সৃষ্টিকারী রব তাআলার শপথ! আপনার মতো সুশ্রী ও সুন্দর না কখনো পূর্বে ছিলো এবং না ভবিষ্যতে কখনো হবে।

আসুন! আজকে আমরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের কিছু ঈমানোদ্দীপক ঝলক সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করব এবং নিয়্যত করি যে, আমরাও আমাদের চরিত্র সংশোধন করার চেষ্টা করবো। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দরবারে **মুস্তফায়** আবেদন পেশ করতে গিয়ে আরয করেন:

মেরে আখলাক আচ্ছে হোঁ মেরে সব কাম আচ্ছে হোঁ,
বানা দো মুঝ কো তুম পাবন্দে সুন্নাত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## হুযুর পুরনূর ﷺ এর চরিত্রের সর্বোত্তম উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাআনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যিনি (ইসলাম গ্রহণের) পূর্বে একজন ইহুদী আলিম ছিলেন, তিনি একবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে কিছু খেজুর কিনেছিলেন। খেজুর হস্তান্তর করার ২ বা ৩ দিন বাকী ছিলো, এমন সময় তিনি মসজিদে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাদরের আঁচল ধরে অত্যন্ত কড়া দৃষ্টিতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে তাকিয়ে এভাবে বললো: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আব্দুল মুত্তালিবের সকল সন্তানদের (লেনদেনের) পদ্ধতি একই যে, তোমরা সর্বদা মানুষের হক আদায়ে দেরী করো এবং গড়িমশি করা তোমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অত্যন্ত রাগান্বিত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্ধ হয়ে বললেন:

www.dawateislami.net

হে **আল্লাহ্ তাআলার** শত্রু! তুমি কি **আল্লাহ্র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এমনভাবে বেআদবী করছো? **আল্লাহ্**র কসম! যদি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদবের দিকে দৃষ্টি না থাকতো তবে আমি এখনই তলোয়ার দিয়ে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। একথা শুনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (বিনম্র হয়ে) ইরশাদ করলেন: হে ওমর! তুমি কি বলছো? তোমার তো উচিৎ ছিলো যে, আমাকে হক আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে নম্রতার সহিত দাবী করার পথ-নির্দেশনা দিয়ে আমাদের দু'জনকেই সাহায্য করা। অতঃপর **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন যে, হে ওমর! একে তার হক অনুযায়ী খেজুর দিয়ে দাও! এবং কিছু বেশিও দিয়ে দাও। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন তাকে তার দাবীর চেয়ে বেশি খেজুন দিলেন তখন তিনি বললেন: হে ওমর! আমার দাবীর চেয়ে বেশি কেন দিচ্ছ? তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: যেহেতু আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমাকে ভীত সন্ত্রস্থ করেছি, তাই **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার মনতুষ্টির জন্য তোমার দাবীর চেয়ে বেশি দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি বললেন: হে ওমর! তুমি কি আমাকে চিনো? তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: না। বললো: আমি হলাম ইহুদীদের আলিম যায়িদ বিন সাআনা। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: তবে তুমি **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এমন বেআদবী কেন করলে? উত্তরে বললেন: হে ওমর! আসলে কথা হলো যে, আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাঝে বিদ্যমান নবুয়তের সকল নিদর্শন সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলাম কিন্তু দু'টির ব্যাপারে আমার যাচাই করা বাকী ছিলো। (১) **তাঁর** সহ্য ক্ষমতা (সহনশীলতা) **তাঁর** ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে এবং (২) যত বেশি **তাঁর** সাথে জাহেলিয়্যতের আচরণ করা হবে, ততই **তাঁর** ধৈর্য ও সহনশীলতা বাড়তেই থাকবে। সুতরাং আমি এই দু'টি নিদর্শনও **তাঁর** মাঝে দেখে নিয়েছি, হে ওমর! আপনি সাক্ষী হয়ে যান যে, **আল্লাহ্ রব** (প্রতিপালাক) হওয়ার, ইসলাম দ্বীন হওয়ার এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবী হওয়ার প্রতি আমি সন্তুষ্ট, আমি অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি, আপনি সাক্ষী হয়ে যান যে,

www.dawateislami.net

আমি আমার অর্ধেক সম্পদ **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মাঝে সদকা করে দিলাম, অতঃপর তিনি দরবারে রিসালতে আসলেন এবং কলেমা পড়ে ইমলামের সুশীতল ছায়ায় এসে গেলেন।

**(মুস্তাদরিক, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবা, ৪/৭৯৩, হাদীস নং- ৬৬০৬)**

**তেরে আখলাক পর কোরবাঁ তেরে আওসাফ পর ওয়ারী,**
**মুসলমাঁ কিয়া আদু ভি তেরা কায়েল ইয়া রাসুলাল্লাহ্!**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)**

**চরন দু'টির ব্যাখ্যাঃ** অর্থাৎ ইয়া **রাসূলাল্লাহ্**! আপনার উন্নত গুণাবলী এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসর্গ যে, আপন তো আপনই, অন্যান্যরাও আপনার চরিত্রের সৌন্দর্য্য এবং গুণাবলীর প্রতি প্রভাবান্বিত ছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ উন্নত চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছেন, কেউ যতই মনে দুঃখ দিতো, অসদাচরণ ও অনৈতিকতা প্রদর্শন করতো, দাবী আদায়ে বেআদবী করতো, বংশকে মন্দ বলতো, মোটকথা অনৈতিকতার শেষ সীমা অতিক্রম করে নিতো কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান চরিত্রের প্রতি, ইটের বদলায় পাথর মারার পরিবর্তে সর্বদা বিনয় ও সহনশীলতা, ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং নম্রতার সহিত কাজ আদায় করতেন। অনৈতিক আচরণ কারীদের তিরস্কার করা, মারা, ধমক দেয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো বা তার সাথে কোন প্রকারের অনৈতিক আচরণ করা তো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে কল্পনাও করা যাবে না বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো অনৈতিক আচরণকারীর প্রতিও দয়ার বর্ষন করতেন এবং তাকে তাঁর উত্তম চরিত্র দ্বারা ভালবাসার কারাগারে বন্দী করে নিতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই উত্তম চরিত্রের বরকতে অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং অসংখ্য লোকের জীবনে এমন মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে, চারিদিকে ইসলামের প্রসারিত হওয়া আলোতে গোমরাহী ও বিপথগামীতার অন্ধকার দূরীর্ভত করে দিলো এবং হত্যা ও রক্তপাতকারী রক্ত পিপাসুদের ভালবাসার অমিয় সূধা নসীব হলো।

www.dawateislami.net

দৌরে জাহালত থা হার সু জব কুফর কি যুলমত ছায়ী থি,
তুম নে হায়ওয়ানোঁ জেয়সে লোগোঁ কো ভি ইনসান কিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সদাচরণের (উত্তম চরিত্রের) প্রতি নজর রেখে আমরা আমাদের পরিসংখ্যান করি যে, নিজের ব্যক্তিগত শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার এই প্রেরণা কি আমরা গোলামানে রাসূলের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা স্বয়ং বড় বড় ভুল করে অন্যের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মার্জনা পাওয়ার আশা করি, কিন্তু কখনো কি আমরা নিজের হক নষ্ট হয়ে যাওয়াতে কখনো কারো ক্ষমা প্রার্থণাকারী, অনুশোচনাকারী ও লজ্জিতদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে নিজের আমিত্বকে ধুলিস্বাত করে সেই মুসলমান ভাইয়ের অজুহাত গ্রহণ করেছি এবং তাকে ক্ষমা করে প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করেছি অথবা শয়তানের হাতের খেলনা হয়ে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ গালি গালাজ করে বা আড়ালে সেই মুসলমানের সম্মানকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি?

যাই হোক, আমাদের সকলের উচিৎ, **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ও আচার আচরণকে আমাদের জন্য আমলের নমুনা বানানো, নিজের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা, চরিত্রকে সমুন্নত করার প্রেরণা দিতে গিয়ে **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَحْسِنْ خُلُقَكَ অর্থাৎ নিজের চরিত্রকে সমুন্নত করো। (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফি হাসনিল খুলক, ৬/২৪৬, হাদীস নং- ৮০২৯) সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, নিজের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা, ভালবাসা ও নম্রতা, ক্ষমা ও মার্জনা, লজ্জা, বড়দের আদব ও সম্মান, ছোটদের স্নেহ ও দয়া, সকল মুসলমানের জন্য ইছার ও সহানুভূতি এবং মঙ্গল কামনার মতো উন্নত গুণাবলী সৃষ্টি করা এবং নিজের উত্তম চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজের অশান্তি ও অরাজকতাকে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আরাম ও নিরবতায় পরিবর্তন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা, আমাদের আচরণ এমন উত্তম হওয়া চাই যে, যেন লোক আমাদের চরিত্র দেখেই দ্বীনে ইসলামের নৈকট্য লাভ করে এবং

www.dawateislami.net

এরূপ ভাবতে থাকে যে, যেখানে গোলামদের চরিত্র এরূপ সুন্দর, তবে তাদের **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র কিরূপ সুন্দর হবে।

**করদো মালামাল আক্বা দৌলতে আখলাক সে,**
**খুলক কি দৌলত সে ইয়ে মাহরুম ও বদ গুফতার হে।**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** বান্দাদের হিদায়াতের জন্য **তাঁর** নবী এবং রাসূলদের খুবই উন্নত গুণাবলী দ্বারা প্রেরণ করেছেন এবং সব শেষে আমাদের **আক্বা ও মাওলা, আহমদে মুজতাবা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল নবীদের গুণাবলীর সমষ্টি বানিয়ে এবং তাঁর মাথায় খুলকে আযীম (শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) এর মুকুট সাজিয়ে দুনিয়ায় পাঠালেন, **মক্কী মাদানী সুলতান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও উত্তমতার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন হিশাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: আমাকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন। তখন তিনি (আয়েশা সিদ্দিকা) رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: তুমি কি কোরআন পড়ো না? আমি আরয করলাম: জি হ্যাঁ, পড়ি। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: **আল্লাহ্ তাআলার নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র হচ্ছে কোরআন।

আ'লা হযরত তাঁর নাতের গ্রন্থ **"হাদায়িকে বখশীশ"** এ **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বারগাহে রিসালতে আরয করেন:

**তেরে খুলক কো খলক নে আযীম কাহা তেরী খিলক কো হক নে জামীল কিয়া,**
**কোয়ী তুঝ সা হুয়া না হোগা শাহা! তেরে খালিকে হুসনে আদা কি কসম।**

**(হাদায়িকে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি আমাদেরকে কোন ব্যক্তি সামান্যতম কষ্ট দেয় বা সামান্য অসাদাচরণ করে তবে আমরা উত্তম চরিত্র এবং ক্ষমা ও মার্জনার সহিত কাজ করার পরিবর্তে তার শত্রুতে পরিনত হয়ে যাই এবং বিভিন্নভাবে এর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু কোরবান হয়ে যান! **রহমতে কাওনাইন, নানায়ে হাসনাঈন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের প্রতি, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রাণের শত্রুদেরও ক্ষমা করে দিতেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যে অসৎ কাফেরদের পক্ষ থেকে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জন্য জমিনকে সংকুচিত করে দেয়া হয়েছিলো, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে এবং মুসলমানদের আধিক্য অর্জনের পর অন্যান্য বন্দিদের পাশাপাশি সেই রক্তপিপাসু পশুদেরও গ্রেফতার করে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদালতে উপস্থিত করা হলো, যদি এই পরিস্থিতিতে অন্য কোন দুনিয়াবী বাদশা হতো তবে তাদের জন্য কঠিনতর শাস্তির ঘোষনা দিতো, কিন্তু **শাহানশাহে কওন ও মকান, রহমতে দো'জাহান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন, আসুন! আমরাও শ্রবণ করি এবং মাদানী ফুল সংগ্রহ করি:

## মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** এর ৪৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; অষ্টম হিজরীতে যখন মক্কা বিজয় হলো তখন **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামী বাদশা হিসেবে হেরমে মক্কায় সর্বপ্রথম সাধারণ দরবার প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইসলামী সৈন্যবাহিনী ছাড়াও হাজারো ইসলামের শত্রুদের এক বড় ভীড় ছিলো। আর এই বাদশাহী খুতবায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু মক্কাবাসীদের নয় বরং সকল লোকদের জন্য সাধারণ খুতবা পাঠ করলেন। খুতবার পর **শাহানশাহে কওনাঈন, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হাজারো উপস্থিতির মাঝে যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, দেখলো যে অবনত মস্তকে, দৃষ্টি অবনমিত, কম্পমান অবস্থায় কোরাইশ সর্দাররা দাঁড়িয়ে আছে। সেই অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর লোকদের মাঝে তারাও ছিলো,

www.dawateislami.net

যারা **তাঁর** রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিতো। সেই লোকও ছিলো, যে **তাঁর** উপর বারবার হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করেছিলো। সেই নির্দয় ও পাষাণ ব্যক্তিও ছিলো, যারা **তাঁর** দাঁত মোবারক (কিছু অংশ) শহীদ করেছিলো এবং **তাঁর** নুরানী চেহারাকে রক্তাক্ত করেছিলো। সেই দুষ্কৃতকারীও ছিলো, যে বছরকে বছর অপবাদ এবং লজ্জাজনক গালি দ্বারা **তাঁর** মোবারক অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করতো। সেই নিষ্ঠুর ও অসভ্য ব্যক্তিও ছিলো, যে **তাঁর** গলা চাদরের ফাঁদে আটকিয়ে **তাঁর** গলা চেপে ধরেছিলো। তারা **তাঁর** রক্ত পিয়াসীও ছিলো, তাদের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট এবং রক্তের পিপাসা নবুয়ত ছাড়া আর কোন জিনিসেই মিটতে পারতো না। সেই হিংস্র ও রক্ত পিপাসুও ছিলো, যার আগ্রাসী হামলা ও নিষ্ঠুর আক্রমনে বারবার মদীনা মনওয়ারার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছিলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় চাচা, হযরত সায়্যিদুনা হামজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হত্যাকারী এবং তাঁর নাক, কান কর্তনকারী, তাঁর চোখ নষ্টকারী, তাঁর কলিজা চিবানো ব্যক্তিও এই উপস্থিতিদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো, সেই নিপীড়িনকারী, যে নবুয়তের প্রদীপের নিবেদিত হযরত বিলাল, হযরত সুহাইব, হযরত আম্মার, হযরত খাব্বাব, হযরত খুবাইব, হযরত যায়িদ বিন দাসিন্নাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ ইত্যাদিদের রশিতে বেঁধে চাবুক মেরে উত্তপ্ত মরুর বুকে শুইয়ে রাখতো, কাউকে জলন্ত আগুনের কয়লার উপর শুইয়ে রাখতেন, কাউকে চাটাইয়ে জড়িয়ে নাকে ধোঁয়া দিতো, অনেকবার দম বন্ধ হয়ে যেতো। আজ এরা সবাই দশ (১০) বা (১২) হাজার মুহাজির ও আনসার সৈন্যবাহিনীর হিফাযতে আসামী হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে এবং নিজেদের অন্তরে এটাই ভাবছে যে, সম্ভবত আজই আমাদের লাশকে কুকুরকে দিয়ে খাইয়ে আমাদের মাংসকে চিল ও কাঁকের খাদ্যে পরিনত করা হবে এবং আনসার ও মুহাজিরদের ক্রুদ্ধ বাহিনী আমাদের সন্তানদের রক্তকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আমাদের বংশকে ধ্বংস করে দিবে আর আমাদের বাসস্থানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তচনচ করে দিবে। এই অপরাধীদের বুকে ভয় ও উৎকণ্ঠার তুফান বয়ে চলছে। আতঙ্ক ও আশঙ্কায় তাদের শরীরের মাংসপিন্ডে অস্থিরতা বিরাজ করছে, অন্তর কাঁপছে, ভয়ে কলিজা মুখে চলে আসছে। এমনি হতাশা ও নিরাশার ভয়ঙ্কর পরিবেশে **শাহানশাহে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতের দৃষ্টি তাদের দিকে মনোনিবেশ করলো এবং

www.dawateislami.net

সেই অপরাধীদের **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন যে, বলো তো! তোমরা কি জানো, আজ আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবো? এরূপ আতঙ্কময় এবং ভয়ঙ্কর প্রশ্নে অপরাধীরা অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠলো, কিন্তু রহমতের ভান্ডরের পয়গম্বর সূলভ আচরণ দেখে সবাই এক সুরে বললো যে, আপনিতো খুবই দয়াবান। সকলের আকাঙ্ক্ষীত দৃষ্টি নবুয়তের সুশ্রি চেহারায় এবং সবার কান শাহানশাহে নবুয়তের সিদ্ধান্তমুলক উত্তরের অপেক্ষায় ছিলো, হঠাৎ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দয়াদ্র ভাষায় ইরশাদ করলেন: لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ অর্থাৎ- আজ তোমাদের উপর কোন অপবাদ নেই, যাও তোমরা সবাই স্বাধীন।

একবারে অপ্রত্যাশীত ভাবে হঠাৎ রিসালতের এরূপ ফরমান শুরে সকল অপরাধীর চোখ গভীর অনুতাপে অশ্রুসজল হয়ে গেলো এবং তাদের মুখে উচ্চারিত হওয়া لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله এর শ্লোগানে মক্কার হেরমে আকাশ বাতাস চারিদিকে নূরের বর্ষণ হতে লাগলো এবং এরূপ অনুভব হতে লাগলো যে,

**জাহাঁ তারীক থা, বে নূর থা অউর সখত কালা থা,**
**কোয়ী পরদে সে কিয়া নিকলা কেহ ঘর ঘর মে উজালা থা।**

**(সীরাতে মুস্তফা, ৪৩৭-৪৪১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهٖ فِى شَيْءٍ قَطُّ অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন বিষয়ে নিজের সত্ত্বার জন্য প্রতিশোধ নেননি। (বুখারী কিতাবুল আদব, ৪/১৩৩, হাদীস নং- ৬১২৬) সুতরাং মক্কা বিজয়ের দিন তাদের আশা ছিলো যে, এই সময়ও যদি আমরা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের ভিক্ষা করি তবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়ালূ ও অনুগ্রহশীল, তিনি নিরাশ করবেন না।

**ইয়ে সিদে রাস্তা হক কা বাতানে আয়ে হে, ইয়ে হক কে বান্দোঁ কো হক সে মিলানে আয়ে হে।**
**ইয়ে ভুলে বিছোড়োঁ তো রাস্তে পে লানে আয়ে হে, ইয়ে ভুলে ভটকোঁ কো হাদী বানানে আয়ে হে।**

www.dawateislami.net

চমক সে আপনি জাহাঁ জগমগানে আয়ে হে, মেহেক সে আপনি ইয়ে কুছে বাসানে আয়ে হে।
জু গির রাহে থে উনহি নাইবোঁ নে থাম লিয়া, জু গির চুকে হে ইয়ে উন কো উঠানে আয়ে হে।
রউফ এ্যয়সে হে অউর ইয়ে রহীম হে ইতনে, কেহ গিরতে পরতোঁ কো সীনে লাগানে আয়ে হে।

**♣ ছরকার কি আমদ ... মারহাবা ♣ সরদার কি আমদ ... মারহাবা ♣ আমেনা ফুল কি আমদ... মারহাবা ♣ রাসূলে মকবুল কি আমদ ... মারহাবা ♣ পেয়ারে কি আমদ ... মারহাবা ♣ আচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা ♣ সাচ্ছে কি আমদ ... মারহাবা ♣ সুহনে কি আমদ ... মারহাবা ♣ মুহনে কি আমদ ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ ... মারহাবা ♣ মুখতার কি আমদ ... মারহাবা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ♣ মারহাবা ইয়া মুস্তফা**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না শুধু নিজের আমল দ্বারা জীবনভর লোকদের সাথে সদাচরণ করেন বরং নিজের গোলামদেরকেও সদাচরণ অবলম্বন করার শিক্ষা দিতে গিয়ে বারবার এর ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা বর্ণনা করেছেন। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে সাতটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি:

১. **হুযুর সরওয়ারে কওনাঈন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা লোকদের নিজের ধন-সম্পদ দ্বারা খুশি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের উৎফুল্লতা এবং উত্তম চরিত্র তাদেরকে খুশি করতে পারবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৫৪, হাদীস নং- ৮০৫৪)

২. তোমরা যেখানে থাক না কেন, **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করো, গুনাহ সংগঠিত হয়ে গেলে, নেকী করে নাও, সেই নেকী ঐ গুনাহ মিটিয়ে দিবে এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করো। (তিরমীযি, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৯৭, হাদীস নং- ১৯৯৪)

৩. ছোট থেকে ছোট নেকীকে নগন্য মনে করিও না, যদিও তা এমন নেকী যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে মিলিত হও। (মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৪১৩, হাদীস নং- ২৬২৬)

৪. কাল কিয়ামতের দিন মিযানে মু'মিন বান্দার আমলে সদাচরণ এর চেয়ে ওজনদার আর কোন আমল হবে না এবং নিশ্চয় অশ্লীল কথাবার্তা আর কুৎসা রটনাকারীকে **আল্লাহ্ তাআলা** পছন্দ করেন না। (তিরমীযি, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৩, হাদীস নং- ২০০৯)

www.dawateislami.net

৫. দু'টি অভ্যাস এমন, যা মুনাফিকদের মাঝে পাওয়া যায় না, উত্তম চরিত্র এবং দ্বীনের জ্ঞান। (তিরমীযি, কিতাবুল ইলম, ৪/৩১৩, হাদীস নং- ২৬৯৩)

৬. اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا অর্থাৎ- ঈমানে অধিক পূর্ণতা সেই মুমিনের, যার চরিত্র অত্যধিক সুন্দর।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুদ দালাঈল, ৪/২৯২, হাদীস নং- ২০২৫)

৭. আমার নিকট তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম হবে।

(তিরমীযি, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৯, হাদীস নং- ২০২৫)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে যে, ❀ উত্তম চরিত্রের অধিকারীর জন্য দুনিয়া বন্ধুতে পরিনত হয় এবং মন্দ চরিত্রের অধিকারীর সবাই শত্রু, ঘরের লোকেরা এবং বাইরের লোকেরাও ❀ উত্তম চরিত্রের অধিকারীকে ঘরের এবং বাইরের সবাই সম্মান ও খিদমত করে, মন্দ চরিত্রের অধিকারী সর্বত্র সাজাই পেয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাযিহ, ৫/১৬৭) সুতরাং যদি আমরা চাই যে, লোকেরা আমাদের ভালবাসুক, আমাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনুক এবং কোউ আমাদের থেকে অসন্তুষ্ট না হোক তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেন প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদাচরণ করি। দূর্ভাগ্য জনকভাবে আমাদের মধ্যে একটি বড় অংশ এমন, যারা এই বিষয়েও হীন মানষিকতার স্বীকার, ধনী বা জ্ঞানী গুণীদের সাথে তো তবুও সদাচরণ করা হয়, কিন্তু গরীব, অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিতদের সাথে তো অসদাচরণ এবং অভদ্রতার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। বিশেষকরে নিজের পরিবারের সদস্যদের সাথে তো নৈতিকতার তোয়াক্কাও করা হয়না। অনেকে বাইরের মানুষের সাথে তো সদাচরণ করেন কিন্তু ঘরে আসতেই জানিনা তাদের কি হয়ে যায় যে, সদাচরণ, বিনয়, নম্রতা ও মিশুকতা ভূলে চিতা বাঘের ন্যায় গর্জন করে এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে থাকে, অথচ এটা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো বড় ও ছোট, ধনী ও গরীব এমনকি গোলামের সাথেও সদাচরণ করতেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم গোলামদের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন। যবের রুটি এবং সাধাসিধে খাবারের দাওয়াত পেশ করা হলে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা গ্রহণ করতেন। গরীব লোক অসুস্থ হলে, তার সেবা-শশ্রুষা করতেন, গরীব এবং নিঃস্ব লোকদের সঙ্গ দান করতেন এবং নিজের সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মাঝে একত্রে মিলেমিশে বসতেন। উম্মল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যেবা তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর বর্ণনা হচ্ছে; **হুযুর তাজেদারে দো'আলম, শাহে আদম ও বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনো কখনো নিজের বাহনের পেছনে নিজের কোন খাদেমকে বসিয়ে নিতেন। (সীরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা ৬০৭)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের **প্রিয় নূরী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের বরকত যেরূপ অন্যান্যদের নসীব হতো, তেমনি পরিবান পরিজনদের সাথেও সদাচরণ করাতে তাঁর পর দ্বিতীয় কেউ ছিলো না।

উম্মল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি ঘরেও কাজ কর্ম করতেন? তিনি (আয়েশা) رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বললেন: হ্যাঁ, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের জুতা মোবারক নিজেই সেলাই করতেন এবং কাপড়ে তালি লাগাতেন আর সেই সব কাজ করতেন যা পুরুষ নিজের ঘরে করে থাকে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/৫১৯, হাদীস নং- ২৫৩৯৬)

এই বর্ণনায় স্বামীদের জন্য ঘরোয়া বিষয়াদী সম্পর্কে অসংখ্য মাদানী ফুল বিদ্যমান। সাধারণত ঘরে স্বামীর মেজাজ নিজের স্ত্রীর উপর আদেশকারী রূপে হয়ে থাকে। সামান্য কাজেও তাকে বিরক্ত করা হয়, অথচ অনেক কাজ স্বামী নিজেই সহজে করে নিতে পারে, কিন্তু সামান্য নড়াছড়া করাকে নিজের শানের পরিপন্থি মনে করে এবং তাছাড়া যদি স্ত্রী সেই কাজ করেও দেয় তবে খুঁত খুঁত করতে থাকে, বিভিন্ন ধরনের দোষ বের করে এবং অযথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলে, যেমন খাবার সামনে রাখা হলে তবে লবন বা মরিচ মসলা কমবেশী হওয়া নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করা শুরু হয়ে যায় এবং যদি সবকিছু বরাবর হয়ও তারপরও স্বাদ নিয়ে কথা বলা শুরু করে দেয়। আর যদি এতেও কিছু বলার না থাকে তবে এরূপ বলে যে, "এটা রান্না করেনি

www.dawateislami.net

কেন? ওটা রান্না করেনি কেন? এটা তো খেতে ইচ্ছে করছে না, নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, আমার জন্য এখনি অমুক জিনিস রান্না করে দাও" ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে যদি কাপড় ইস্ত্রি করে দেয়া হয় তখন বলে, এই জোড়া কেন ইস্ত্রি করলে? এটা পরবো না, এখনি ঐ জোড়া ইস্ত্রি করে দাও, পানি এনে দিলে বলে এই গ্লাসে খাবো না, কাঁচের গ্লাসে নিয়ে আসো, কাঁচের গ্লাসে আনলে বলে, এমন ঠান্ডা বা এমন গরম পানি কেন এনেছো? যাও এতে অন্য পানি মিলিয়ে আনো ইত্যাদি। এভাবে অযথা স্ত্রীকে দৌঁড়ের উপর রাখে। হ্যাঁ যদি কোন বিষয় স্বভাব বিরোধী হয়, যেমন পানি ঠান্ডা চাইলো, সে গরম নিয়ে আসলো তবে সুন্দরভাবে ঠান্ডা পানি চাইতে পারেন, ধমকা ধমকি করবেন না এবং সকল কাজে এমনই হওয়া চাই।

আহ! আমরা যদি **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় স্বভাব এবং সুন্দর চরিত্র থেকে কিছু শিখে এবং তার উপর আমল করতে সফল হয়ে যাই আর ঘরে প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ মাদানী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব নিজের পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন।

আসুন! উত্তম চরিত্রের ফযিলত সম্পর্কে আরো কয়েকটি বর্ণনা শ্রবণ করি:

১. খোদা ভীরুতা এবং উত্তম চরিত্র মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। **(তিরমীযি, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৪, হাদীস নং- ২০১১)**

২. মুসলমানকে উত্তম চরিত্র থেকে উত্তম কোন জিনিস দেয়া হয়নি। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুসনিল খরক, ৬/২৩৫, হাদীস নং- ৭৯৯২)**

৩. মু'মিন তার উত্তম চরিত্র দ্বারা রাতে ইবাদত কারী এবং দিনে রোযাদারের মর্যাদা অর্জন করে নেয়। **(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি হুসনিল খরক, ৪/৩৩২, হাদীস নং- ৪৭৯৮)**

**আখলাক হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুতরা,**
**মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানা দেয়।**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এতক্ষণ আমরা উত্তম চরিত্র এর ফযিলত শুনলাম, যা শুনার পর আমাদের খারাপ চরিত্র ছাড়ার এবং উত্তম চরিত্রকে আপন করার মানষিকতা সৃষ্টি হয়েছে হয়তো, কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, উত্তম চরিত্র দ্বারা কি উদ্দেশ্য? আসুন শ্রবণ করি যে উত্তম চরিত্র কাকে বলে?

www.dawateislami.net

## উত্তম চরিত্র কাকে বলে?

এক ব্যক্তি **নবীদের সরদার, মাহবুবে রাব্বে আকবর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সামনে এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ
اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

**(পারা ৯, আল আরাফ, আয়াত ১৯৯)**

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেছেন: আমি কি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে তোমাদের পথপ্রদর্শন করবো না? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অবশ্যই ইরশাদ করুন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো, যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করো এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো।

**(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি সিলাতুল আরহাম, ৬/২২২, হাদীস নং- ৭৯৫৬)**

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাৎ করা, খুবই মঙ্গলজনক কাজ করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া, সদাচরন এর অন্তর্ভূক্ত। **(তিরমীযি, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৪, হাদীস নং- ২০১২)**

**হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুতরা, মুঝে মুত্তাকী তু বানা ইয়া ইলাহী!**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)**

## "হুসনে আখলাক" কিতাবের পরিচিতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের বরকত পেতে এবং নিজেকে উত্তম চরিত্রের অলঙ্কারে সজ্জিত করতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **৯১** পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"হুসনে আখলাক"** এর অধ্যয়ন করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুবই উপকৃত হবেন, এই কিতাবটি সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর আরবী কিতাব **"মাকারিমুল আখলাক"** এর উর্দূ অনুবাদ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে উত্তম চরিত্র, নম্র স্বভাব, বিনয়,

www.dawateislami.net

মানুষকে ক্ষমা প্রদর্শন করা, উত্তম আমল করা, মানুষকে ভালবাসা এবং অন্যান্য আরো অনেক স্বভাব এবং ইবাদতের ফযিলত ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা হতে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** ও প্রিন্ট আউট **(Print Out)**ও করতে পারবেন। তাছাড়া রিসালা **"সুন্দর আচরন"**, **"ইহতিরামে মুসলিম"**ও অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## কন্যা সন্তানকে কষ্ট প্রদানকারীদেরও ক্ষমা করে দিলেন

**তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহ্জাদী হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে তাঁর স্বামী আবুল আ'স বিন রবীই رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বদরের যুদ্ধের পর মদীনায়ে মনওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দিলেন। যখন মক্কার কোরাইশগণ তাঁর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ শুনলো তখন তারা হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পিছু নিলো এমনকি "যি'তুয়া" নামক স্থানে তাদের পেয়ে গেলেন। হাব্বার বিন আসওয়াদ হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বল্লম নিক্ষেপ করলো, যার কারণে তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا উট থেকে নিচে পড়ে গেলেন এবং তাঁর গর্ভপাত হয়ে গেলো। (সীরাতু নববীয়্যা লিইবনে হাশ্শাম, ২৭০-২৭১)

হযরত সায়্যিদুনা জুবাইর বিন মুতইম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "জিইর্‌রানা" নামক স্থান থেকে ফিরে আসার সময় আমরা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা দিয়ে হাব্বার বিন আসওয়াদ (যে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি) প্রবেশ করলো (এবং বসে গেলো), সাহাবায়ে কিরামগণ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হাব্বার বিন আসওয়াদ (এসেছে)। ইরশাদ করলেন: আমি তাকে দেখেছি। একজন তাকে মারার জন্য দাড়াঁলে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে বসার জন্য ইশারা করলেন। হাব্বাব দাঁড়িয়ে বললো: হে **আল্লাহ্ তাআলা**র

www.dawateislami.net

নবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) **আল্লাহ্র রাসূল**। **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমি আপনার থেকে পালিয়ে অনেক শহরে গিয়েছি এবং আমি চেয়েছিলাম যে, অনারবীদের দেশে গিয়ে থাকবো, অতঃপর আপনার উদারতা, সম্পর্ক রক্ষা করা তাছাড়া অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণকারীদের আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করা আমার স্বরণে এসে গেলো। **হে আল্লাহ্র নবী** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আমি শিরিকে ডুবে ছিলাম, অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার ওসীলায় আমাদের হেদায়ত দান করলেন এবং আমাদের ধ্বংস থেকে মুক্তি দিলেন, সুতরাং আপনি আমার অজ্ঞতা এবং আমার সেই বিষয়টি যার সংবাদ আপনার নিকট এসেছে, ক্ষমা করুন কেননা আমি আমার মন্দ কাজের কথা স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি।

**দয়াময় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাকে ইসলামের হেদায়ত দিয়েছেন আর ইসলাম পূর্বেকার সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। **(আল আসাবা, হরফুল হা, আল হাউ বা'দাহাল বাআ, ৬/৪১২-৪১৩)**

**সো বার তেরা দেখ কে আফূউ অউর তারাহহুম, হার বাগী ও সরকশ কা সর আ'খের কো ঝুকা হে।**
**বরতাও তেরে জবকে ইয়ে আ'দা সে হে আপনে, আ'দা সে গোলামো কো কুচ উম্মিদ সিওয়া হে।**
**হাম নেক হে ইয়া বদ হে পির আ'খের হে তোমারে, নিসবত বহুত আচ্ছি হে আগর হাল বুরা হে।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষমা ও মার্জনা এবং উত্তম চরিত্রের কিরূপ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, নিঃসন্দেহে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মালিক ও মুখতার, যদি তিনি হাব্বার বিন আসওয়াদের জন্য ধ্বংসের দোয়া করে দিতেন তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার অস্তিত্বও মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু করেননি। একটু ভাবুন যে, **দয়ালু আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় দয়া ও অনুগ্রহ এবং মহান সৃষ্টির প্রতি সকলেই প্রভাবান্বিত ছিলো, কেন?

www.dawateislami.net

তা এই জন্যই যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে এবং মহান সৃষ্টির অতুলনীয় মর্যাদা দান করা হয়েছে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে দুঃখ কষ্ট প্রদানকারী অপরাধীর জন্যও ক্ষমার মুক্তিনামা বন্টন হতো এবং অত্যাচারের পরিবর্তে দোয়া দেয়া হতো।

## সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়তের দোয়া

ওহুদের যুদ্ধে **মদীনার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যখন মোবারক দাঁত (এর কিছু অংশ) শহীদ এবং নুরানী চেহারা ক্ষত বিক্ষত করে দেয়া হয়েছিলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই লোকদের জন্য এভাবে দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে **আল্লাহ্**! আমার গোত্রকে হেদায়ত দান করো। কেননা, এই লোকেরা আমাকে চেনে না। (শেফা, ১ম অংশ, ১/৫০)

হক কে রাহ মে পাত্থর খায়ে খোঁন মে নাহায়ে তায়েফ মে,
দ্বীন কা কিতনী মুহাব্বত সে কাম আ'প নে এ্যয় সুলতান কিয়া।
জান কে দুশমন খোঁন কে পিয়াসো কো ভি শেহেরে মক্কা মে,
আ'ম মুয়াফি তুম নে আতা কি কিতনা বড়া এহসান কিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তম চরিত্রের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া করতেন, যাতে নিঃসন্দেহে আমরা গোলামদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, আমরাও যেন উত্তম চরিত্র অবলম্বন করি এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট উত্তম চরিত্র অবলম্বনের জন্য দোয়া করি।

হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুতরা,
মুঝে মুত্তাকী তু বানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের মাদানী বাহার শ্রবন করি:

www.dawateislami.net

## ঝগড়াটে শোধরে গেলো

ওয়াকেন্ট (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বর্ণনা কিছুটা এই রূপ: আমি যৌবনের নেশায় মত্ত থাকতাম। মানুষদের বিরক্ত করা, হাসি-ঠাট্টা করা, চিৎকার চেঁচামেঁচি করা, পরিবারের লোকের সাথে ঝগড়া করা আমার অভ্যাসে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। হঠাৎ একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত আমার বড় ভাই আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিলো, সুতরাং আমি আশিকানে রাসূলদের সাথে ১ মাসের মাদানী কাফেলায় মুসাফির হয়ে গেলাম, মাদানী কাফেলার বরকতে সুন্নাতের প্রতি আমল এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। বিশেষ করে ইসলামী ভাইদের আচরণ আমার মাঝে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, আমার অন্তরে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ভালবাসার প্রদিপ প্রজ্জলিত হয়ে গেলো, সুতরাং একরাতে আমি ঘুমালে স্বপ্নে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং বলেন: বৎস! কাল اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাক্ষাৎ হবে। পরের দিন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে সাক্ষাৎ এবং হস্তচুম্বন করার সৌভাগ্য নসীব হলো, তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সেই দিনই আমার নিজের গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করা নসীব হলো এবং আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

খুব খোদ দাঁড়িঁয়া অউর খোশ আখলাকিয়াঁ
আয়ে সিখ লেঁ কাফেলে মে চলো
আচ্ছি সোহবত মিলে খুব বরকতে মিলে
চল পড়ো চল পড়ে কাফেলে মে চলো
বে আমল বা আমল বন গেয়ে খাস কর
আ'প ভি দেখ লে কাফেলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৬৭১, ৬৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## মন্দ চরিত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সমূহ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মনে রাখবেন! উত্তম চরিত্রের অশেষ নেয়ামত দ্বারা ভরপুর সৌভাগ্যবান মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাতে সফল ও সবার নিকট প্রিয় হয়ে থাকে। আর মন্দ চরিত্রের রোগে রোগাক্রান্ত লোকেরা দুনিয়া ও আখিরাতে লজ্জিত ও

www.dawateislami.net

আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। আসুন! মন্দ চরিত্রের কিছু ইহকালিন ও পরকালিন ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি:

❀ মন্দ চরিত্র হচ্ছে অশুভ, ❀ মন্দ চরিত্র স্বয়ং মন্দ আমল এবং অসংখ্য মন্দ আমলের উৎস। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৩৬) ❀ মিথ্যা, খেয়ানত, ওয়াদা খেলাফী সবই মন্দ চরিত্রের শাখা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৩৬) ❀ মন্দ চরিত্র পরস্পর মতানৈক্যের কারণ। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৬৯) ❀ মন্দ চরিত্র পরস্পর ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা এবং পৃথক করে দেয়। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৬৯) ❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকার দোয়া করেছেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তিআযা, হাদীস নং- ১৫৪৬, ২/১৩০) ❀ মন্দ চরিত্র ও মন্দ ভাষার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** অসন্তুষ্ট হন। ❀ মন্দ চরিত্র আমলকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয়, যেমন সিরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়। (মু'জামুল কবীর, মুহাম্মদ বিন কা'আব, ১০/৩১৯, হাদীস নং- ১০৭৭৭) ❀ মন্দ চরিত্রের কারণে গ্রাহক দোকানদারে নিকট যেতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়। ❀ মন্দ চরিত্র হচ্ছে খারাপ লক্ষণ। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ২য় অধ্যায়, ৩য় অংশ, ২/১৭৮, হাদীস নং- ৭৩৪৩) ❀ মন্দ চরিত্র যদি মানুষের আকৃতিতে হতো তবে সে খুবই কুৎসিৎ লোক হতো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ২য় অধ্যায়, ৩য় অংশ, ২/১৭৮, হাদীস নং- ৭৩৫১) ❀ **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে মন্দ চরিত্র। (জামেউল আহাদীস, ১৯/৪০৬, হাদীস নং- ১৪৯২২) ❀ নিশ্চয় নির্লজ্জতা এবং মন্দ চরিত্রের সাথে ইসলামের কোন বিষয়ের সম্পর্ক নাই। (মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আল বসরাঈন, হাদীস আবী আব্দুর রহমান, ৭/৪৩১, হাদীস নং- ২০৯৯৭) ❀ মন্দ চরিত্র দ্বীন প্রচারের পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা। ❀ মন্দ চরিত্রের কারণে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাক পর্যন্ত হয়ে যায়। ❀ মন্দ চরিত্রের কারণে পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। ❀ মন্দ চরিত্রবান একটি গুনাহ থেকে তাওবা করে তো এর চেয়ে আরো বড় গুনাহে আটকে যায়। (জামেউল আহাদীস লিস সুয়ুতী, কসমুল আকওয়াল, ২/৩৭৫, হাদীস নং- ৬০৬৪) ❀ মন্দ চরিত্রবান ব্যক্তির অসংখ্যবার নিস্ফলতার মুখোমুখি হতে হয়, মোটকথা মন্দ চরিত্র অসংখ্য মন্দের সমষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, না শুধু আমরা এর আপদ থেকে বাঁচব বরং অন্যান্য মুসলমানদেরও এ থেকে বাঁচতে থাকার উৎসাহ দিবো। **আল্লাহ্ তাআলা** সকল মুসলমানকে উত্তম চরিত্রের অফুরন্ত দৌলত নসীব করুন।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ভাগতে হে সুন লে বদ আখলাক ইনসান সে সভী,
মুসকুরাকর সব সে মিলনা দিল সে করনা আজেযী।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## চরিত্র সংশোধনের পদ্ধতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এখনি আমরা মন্দ চরিত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, আশা করি তা শুনে মনে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাওবা করার মানষিকতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, এমন কোন কাজ, যার বরকতে আমরা নিজের চরিত্রকে সংশোধন করতে সফল হবো? তবে মনে রাখবেন! চরিত্রকে সংশোধন করা যদিও কঠিন একটি কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। আমাদের কাজ শুধু চেষ্টা করে যাওয়া, সফলতা দানবারী সত্ত্বা হচ্ছে **আল্লাহ্ তাআলাই**। আসুন! চরিত্র সংশোধন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য বারভীর সাথে সম্পর্ক রেখে **১২**টি পদ্ধতি শ্রবন করি এবং এর উপর আমল করার নিয়্যত করি:

(১) চরিত্র সংশোধনের জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কান্না করুন এবং নিজের হাত উঠিয়ে অশ্রুসজল চোখে মন্দ চরিত্র থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করুন। (২) কোন কামিল পীরের নিকট মরীদ হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চরিত্র সংশোধন হয়ে যাবে। (৩) উত্তম চরিত্রের ফযিলত এবয় মন্দ চরিত্রের ক্ষতি সম্পর্কীত হাদীসে মোবারাকা, রেওয়ায়াত, ঘটনা এবং বুযুর্গদের বাণী সমূহ বারবার পাঠ করুন। (৪) দিনের অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকুন এবং যথা সম্ভব লিখে বা ইশারায় কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। (৫) নিয়মিত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করুন এবং এর পাশাপাশি তাফসিরে খাযাইনুল আরফান বা নুরূল ইরফান বা সীরাতুল জিনানও অধ্যয়ন করুন। (৬) মন্দ লোকের সঙ্গ থেকে বাঁচতে থাকুন। (৭) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, এবং যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজকে নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিন। (৮) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমা এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করুন। (৯) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সাথে একসাথে

www.dawateislami.net

১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে ১ মাস (৩০দিন) এবং জীবনভর প্রতি মাসে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন। (১০) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে হওয়া ফয়যানে ফরয উলুম কোর্স, চরিত্র গঠনমূলক কোর্স অর্থাৎ "১২দিনের মাদানী কোর্স" এবং মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স করুন। (১১) মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখুন। (১২) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে ১০০টিরও বেশি বিভাগের কোন না কোন বিভাগে নিজের খেদমত পেশ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই পদ্ধতিগুলোর উপর আমল আমল করার বরকতে মন্দ স্বভাব মিটে যাবে এবং উত্তম চরিত্র গঠনের মানষিকতা তৈরী হবে।

**তু আতা হিলম কি ভিক কর দে, মেরে আখলাক ভি ঠিক করদে,**
**তুঝ কো ফারুক কা ওয়াসেতা হে, ইয়া খোদা! তুঝ সে মেরী দোয়া হে।**
**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)**

## চিকিৎসক মজলিশ

**দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের প্রসারে প্রায় ১০৩টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোয় ব্যস্ত। যার মধ্যে একটি বিভাগ হলো "চিকিৎসক মজলিশ"। বর্তমানে চিকিৎসকদের অধিকাংশই সাধারনত দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত, সুতরাং তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী** "চিকিৎসক মজলিশ" গঠন করে, চিকিৎসা বিভাগের সাথে সম্পর্কীত চিকিৎসকদের দ্বীনের মৌলিক মাসআলা সমূহ সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষন দেয়া এবং তাদের এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" এর অধীনে জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানষিকতা দেয়াই, এই মজলিশের মূল উদ্দেশ্য। এই সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই যদি এই সেক্টরে নিজের খেদমত দিতে চায় তবে আপনার শহরের নিগরানে শহর মুশাওয়ারাতের সাথে যোগাযোগ করুন। **আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং এই চিকিৎসক মজলিশকে উত্তোরোত্তর সাফল্য এবং বরকত দান করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ এমন দয়া করো এই ধরাতে,
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাহবুবে রাব্বে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চরিত্র সম্পর্কীত এমন অসংখ্য হাদীসে মোবারাকা এবং ঘটনাবলী বিদ্যমান যে, যা শুনলে জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় এবং মন্দ চরিত্র ও কড়া মেজাজের লোকের নিজের সংশোধনের তৌফিক অর্জিত হয়, তাছাড়া উত্তম চরিত্র, নম্রতা এবং ক্ষমা ও মার্জনার দৌলত নসীব হয়। সৎচরিত্রবান মুসলমানের চরিত্র আরো উত্তম এবং তার ঈমানের সতেজতা নসীব হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের আরো কিছু ঝলক শ্রবন করি এবং এর বরকতে নিজের চরিত্রকে সমুন্নত করার চেষ্টা করি।

## হুযুর ﷺ এর উত্তম চরিত্রের ঝলক

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"ইহতিরামে মুসলিম"** এ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের ঝলক কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন: ❀ **সুলতানে দো জাহান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা নিজের জিহ্বার হিফাযত করতেন এবং শুধুমাত্র কাজের কথাই বলতেন। ❀ আগমনকারীকে ভালবাসা দিতেন, এমন কোন কথা বা কাজ করতেন না, যার দ্বারা ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ❀ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাকে গোত্রের সর্দার বানাতেন। ❀ মানুষদের **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করার আদেশ দিতেন। ❀ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সংবাদ রাখতেন। ❀ মানুষের ভাল কথার মঙ্গল দিক বর্ণনা করতেন, মন্দকে মন্দ বলতেন এবং তার উপর আমল করাকে বাধা প্রদান করতেন। ❀ সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে কাজ করতেন। ❀ মানুষের সংশোধনে কখনো উদাসীন হতেন না। ❀ **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উঠতে বসতে (অর্থাৎ সর্বদা) **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির করতেন। ❀ কোথাও যখন তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন এবং অন্যকেও এর আদেশ দিতেন। ❀ নিজের পাশে বসা লোকের হকের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। ❀ তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকা সকল ব্যক্তির

www.dawateislami.net

এরূপ মনে হতো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। ❀ **তাঁর** বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে কথাবার্তা বলা ব্যক্তি যতক্ষন পর্যন্ত নিজে উঠে যেতো না, ততক্ষন পর্যন্ত **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বসে থাকতেন। ❀ যখন কারো সাথে মুসাফাহা অর্থাৎ করমর্দন করতেন তবে প্রথমে নিজের হাত টেনে নিতেন না। ❀ প্রার্থনাকারীকে দান করেন। ❀ **তাঁর** দাক্ষিণ্য এবং সতঃস্ফুর্ততা সকলের জন্য একই ছিলো। ❀ **তাঁর** বৈঠক জ্ঞান, ধৈর্য্য, লজ্জা, সহনশীলতা এবং আমানতের বৈঠক ছিলো। ❀ **তাঁর** বৈঠকে না কোন ধরনের হৈচৈ হতো, না হতো কারো অপমান। ❀ **তাঁর** বৈঠকে যদি কারো কোন ধরণের ভূল হয়ে যেতো তবে তা প্রকাশ করা হতো না (অর্থাৎ তার ভূল লুকানো হতো)। ❀ যখন কারো দিকে তাকাতেন তবে পুরোপুরি মনোযোগ দিতেন। ❀ **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো চেহারার প্রতি অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকতেন না। ❀ **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুমারী নারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। ❀ সালাম করাতে অগ্রগামী ছিলেন। ❀ শিশুদেরও সালাম করতেন। ❀ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কেউ ডাকলে, উত্তরে "لَبَّيْك" (অর্থাৎ আমি উপস্থিত) বলতেন। ❀ মজলিশবৃন্দের দিকে পা টানতেন না। ❀ অধিকাংশ কিবলার দিকে মুখ করে বসতেন। ❀ নিজের ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। ❀ মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা না দিয়ে ক্ষমা করে দিতেন। ❀ নিজের জন্য কখনো কাউকে মারেননি, না কোন গেলামকে না কোন মহিলাকে (অর্থাৎ বিবি ইত্যাদি)। ❀ কথাবার্তায় নম্রতা থাকতো, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ সে হবে, যাকে তার মন্দ কথার কারণে লোকেরা বর্জন করবে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৪৫১) ❀ **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কথা বলতেন তখন এতই ধীরে ধীরে বলতেন যে, শব্দ গনণাকারী গুনতে পারতো। ❀ স্বভাবে নম্রতা ছিলো এবং হাসিখুশি থাকতেন। ❀ চিৎকার করতেন না। ❀ কড়া কথা বলতেন না। ❀ কাউকে দোষ দিতেন না। ❀ কৃপণতা করতেন না। ❀ নিজের সত্তাকে বিশেষ করে তিনটি বিষয়, ঝগড়া, অহঙ্কার এবং অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। ❀ কারো দোষ অন্বেষণ করতেন না। ❀ শুধুমাত্র সেই কথাই বলতেন যা (তাঁর জন্য) সাওয়াবের উপযোগী

www.dawateislami.net

হয়। ❀ মুসাফির বা অচেনা ব্যক্তির কড়া প্রশ্নেও ধৈর্য্য ধারন করতেন। ❀ কারো কথা কেটে কথা বলতেন না, তবে যদি কেউ সীমাত্রিরিক্ত করতো তবে বারণ করতেন বা সেখান থেকে উঠে যেতেন। ❀ আড়ম্বরহীনতার এমন অবস্থা ছিলো যে, বসার জন্য বিশেষ কোন জায়গাও রাখেননি। ❀ কখনো চাটাইতে তো কখনো এমনিতেই মাটিতেও আরাম করে নিতেন। ❀ কখনো অট্টহাসি (অর্থাৎ এতটুকু আওয়াজে হাসা যে, অপর লোক থাকলে শুনে নিতো) দিতেন না। ❀ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি মুচকি হাসতেন (অর্থাৎ সঠিক সময়ে)। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হারেস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।

**(ইহতিরামে মুসলিম, ২৮-৩০ পৃষ্ঠা)**

**ইয়া ইলাহী! জব বহেঁ আঁখে হিসাবে জুরম মে,**
**উন তাবাসসুম রেয়য হোঁটো কি দোয়া কা সাথ হো।** (হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

**চরন দু'টির ব্যাখ্যা:** হে **আল্লাহ্**! কাল কিয়ামতে যখন আমাদের অপরাধের কারণে আমাদের চোখ অশ্রু সজল হবে তখন **তোমার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুচকি হাসিময় ঠোঁট থেকে বের হওয়া দোয়ার সদকা আমরা গুনাহগারদেরও দান করো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের সদকায় আমাদেরও উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্টময় পরিপূর্ণ মুসলমান বানাক এবং জীবনভর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ততা নসীব করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ান শেষ করারপূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৯৭, হাদীস-১৭৫)**

www.dawateislami.net

উন কি সুন্নাত কা জু আয়েনা দার হে,
ব্যস ওহি তু জাহাঁ মে সমজদার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## পাগড়ী শরীফের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে পাগড়ী বাঁধার কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

প্রথমে দু'টি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি: (১) জামাআত এবং পাগড়ী সহকারে নামায আদায় করা দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ। (ফিরদৌসিল আখবার বাবুস সা'দ, ২/৩১ হাদীস-৩৬২১) (২) পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমার সমান। " (ইবনে আসাকির, ৩৭/৩৫৫) ❀ পাগড়ী কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁধুন। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস, ৩৮ পৃষ্ঠা) ❀ পাগড়ী যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাধাঁ যেন গম্বুজের মত হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৮৬) ❀ রুমাল যদি বড় হয়, আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তা হলে সেটি পাগড়ীই হয়ে গেল। পক্ষান্তরে এমন ছোট রুমাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায়, তা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/২৯৯) ❀ পাগড়ী যখন নতুন ভাবে বাঁধতে হয় তখন যেভাবে বেঁধেছেন ঐভাবে খুলবেন একসাথে মাটিতে পড়তে দিবেন না। (ফাতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৩০) ❀ যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) রাখে এবং পুনরায় বাঁধার নিয়্যত করল। তা হলে এক একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২১৪) পাগড়ীর ৬টি ডাক্তারী উপকারিতা লক্ষ্য করুন: যারা মাথা খোলা রাখে, তাদের চুলে গরম, ঠান্ডা, রোদ অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু সরাসরি প্রভাব ফেলে, যার কারণে শুধু চুল নয় বরং মস্তিস্ক এবং চেহারায় তার প্রভাব পড়ে এবং শরীরে ক্ষতি হয়, তাই সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে পাগড়ী বাঁধাতে উভয় জগতে কল্যাণ রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

**ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো, পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।**
**সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে, হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

### (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)**

www.dawateislami.net

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে

www.dawateislami.net

গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net